দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 26 SEP 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

যশোর ইনস্টিটিউট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কয়েক শিক্ষিকা লাঞ্ছিত

স্টাফ রিপোর্টার, যশোর অফিস ॥ মঙ্গলবার সকালে যশোর ইনস্টিটিউট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বহিরাগতদের হাতে কয়েকজন শিক্ষিকা লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনায় তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। এই ঘটনার জের ধরে বিরোধে জড়িয়ে পড়েছে ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষক পরিষদ। শিক্ষকদের অভিযোগ অবৈধভাবে গঠিত ম্যানেজিং কমিটির ইন্ধনে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এ সময় সেখানে উপস্থিত হয়ে কোতোয়ালি থানার একজন এসআই শিক্ষিকাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করেন।

ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষক পরিষদ বিরোধ তুঙ্গে

ঐতিহ্যবাহী যশোর ইনস্টিটিউট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হলেও সেখানে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে প্রতিমাসে সংস্থাপন ফী নামে ২০ টাকা করে নেয়া হয়। বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হয়েছে অবৈধভাবে। এ ব্যাপারে ১শ' ৬ অভিভাবক গত মাসে জেলা প্রশাসকের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ করেন। ইতোমধ্যে তার তদন্ত শুরু হয়েছে। এতে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা বেসামাল হয়ে পড়ে। ম্যানেজিং কমিটির সদস্য মতিন সিদ্দিকী, হিমু কমিশনার কয়েক দিন ধরে অভিযোগকারী অভিভাবকদের বাড়িতে গিয়ে হুমকি দিয়ে আসে, অভিযোগ প্রত্যাহার না করা হলে তাদের সন্তানদের স্কুল থেকে বের করে দেয়া হবে। মঙ্গলবার সকালে ম্যানেজিং কমিটির সদস্য মতিন সিদ্দিকী, হিমু কমিশনার, ব্রিফকেস সেলিমসহ কয়েক বহিরাগত যুবককে নিয়ে স্কুলে যায়। বহিরাগত যুবকদের মধ্যে লাবু জোয়ারদার স্কুলের শিক্ষিকা মাইনুর নিগার, সেলিনা আক্তার লাকি, প্রধান শিক্ষিকা জাহানারা বেগমকে অভিভাবকদের সামনে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করে। এ সময় মতিন সিদ্দিকী কোতোয়ালি থানার এসআই খলিলকে ডেকে নিয়ে আসে। এসআই খলিল স্কুলের শিক্ষিকা সেলিনা আক্তার লাকির সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন। তিনি সেলিনা আক্তার লাকিকে বেশি বাড়াবাড়ি না করে চাকরি বাঁচানোর পরামর্শ দেন। এ দিকে মঙ্গলবারের ঘটনার বিষয়ে ম্যানেজিং কমিটি একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি রবিউল আলম নিজেই স্বীকার করেছেন, স্কুলের এই কমিটি অবৈধ। তারপরও তারা কমিটির নাম ভাঙিয়ে শিক্ষিকাদের ওপর নানা নির্যাতন করছেন।